দৈনিক
ইনকি

তারিখ 27 JUN 2015
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

মহাজোট সরকার ও শিক্ষা

এ কে এম শাহাবুদ্দিন জহর

শিক্ষাক্ষেত্রে মহাজোট সরকার ঈর্ষণীয় সাফল্য অর্জন করেছে। মাত্র সাড়ে তিন বছরে দেশের শিক্ষা ক্ষেত্রে নাটকীয় পরিবর্তন লক্ষ্যণীয়। প্রতি বছরই পাবলিক পরীক্ষাগুলোতে পাসের হার বাড়ছে। এসএসসি এবং এইচএসসিতে বর্তমানে পাসের হার ৮০ শতাংশেরও বেশি। অতীতে যা ছিল ৪০ থেকে ৫০ শতাংশের মতো। শতাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে একজন ছাত্রেরও পাস না করার পূর্বের ঘটনা এখন বিরল। কোন পরীক্ষা কেন্দ্রেই নকলের অবাধ সুযোগ থাকার মতো ঘটনা না ঘটলেও ছাত্র-ছাত্রীরা যে আজ বিপুল সংখ্যায় পাস করছে তার কৃতিত্বের দাবিদার অবশ্যই শিক্ষা বিভাগের এবং দেশের শিক্ষক সমাজ। এখন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ক্লাস নিয়মিত হয়। শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি করা হয়েছে। দীর্ঘ আট বছর শিক্ষকদের টাইম স্কেল প্রদান বন্ধ ছিল। টাইম স্কেল চালু হয়েছে। শিক্ষকদের স্বতন্ত্র বেতন স্কেলের কার্যক্রম চলছে। ছাত্র নামধারী দুর্বৃত্তরা এখন শিক্ষকদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় কদাচিৎ হস্তক্ষেপ করে। এখন অবজেকটিভ ও সৃজনশীল পদ্ধতিতে ছাত্রছাত্রীদের মেধার মূল্যায়ন করা হয়। এ সমস্ত কারণে দেশের শিক্ষার মান বেড়েছে। পাসের হার যেমন বেড়েছে তেমনি বেড়েছে জিপিএ ফাইভ এবং গোল্ডেন জিপিএ ফাইভের সংখ্যা। এতে বোঝা যায়, ছাত্রদের মূল্যায়ন ঢালাওভাবে নয়, মেধার ভিত্তিতেই হচ্ছে। এতে আরো প্রমাণিত হয়, দুর্বল ছাত্র-ছাত্রীরাও এখন পাস করছে এবং তারা শিক্ষাজীবন থেকে ছিটকে পড়ছে না এবং উৎসাহের সাথে উচ্চতর শিক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারছে। পক্ষান্তরে মেধাবী ছাত্ররাও সঠিক মূল্যায়িত হওয়ার দ্বারা উচ্চতর শিক্ষায় সর্বান্তকরণে অংশ নিচ্ছে। ভাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তিচ্ছুদের প্রবল চাপ প্রকাশ করে যে শিক্ষার্থীদের আজ উচ্চতর শিক্ষার প্রতি সৃষ্টি হয়েছে প্রবল ঝোঁক।

সরকার সম্প্রতি দরিদ্র বেসরকারি-প্রাথমিক শিক্ষকদের দাবি-দাওয়া মেনে নিয়েছে। ফলে এসব শিক্ষকেরা অধিক উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে পাঠদান করতে এগিয়ে আসবে। বিশ্বের অন্যান্য দেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো শিক্ষার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বাংলাদেশও সেই ধারা অনুসরণ করে ৫০টিরও অধিক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে যাবার অনুমতি দিয়েছে। আরও কয়েকটি নতুন বিশ্ববিদ্যালয় চালু হওয়ার প্রক্রিয়ায় রয়েছে। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করা এখন আর সোনার হরিণ নয়, সকলের জন্য উন্মুক্ত।

পূর্বে বহু কলেজে শিক্ষকেরা হাজিরা দিয়েই ক্লাস করে বা না করেই কলেজ ক্যাম্পাস ছেড়ে চলে যেত। এখন সে অবস্থা আর নেই। কারণ, সরকার ক্লাস টাইমে সকল শিক্ষকের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্যাম্পাসে উপস্থিতি বাধ্যতামূলক করেছে।

তবে শিক্ষার মানকে আরও বৃদ্ধি করার জন্য সরকারকে উদ্যোগ নিতে হবে। শিক্ষকদের বেতন-ভাতা বৃদ্ধি করার সাথে সাথে তাদের উপযুক্ত সম্মান দিতে হবে। বর্তমানে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতি ছাত্র-ছাত্রীদের অনীহা পরিলক্ষিত হচ্ছে। অথচ, দেশকে উন্নত করতে বিজ্ঞান শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। কারিগরি শিক্ষার ব্যাপক প্রসার দ্বারা যেমন আমাদের দেশ শিল্পোন্নত হতে পারে, তেমনি বিদেশে দক্ষ জনশক্তিও রফতানি করতে পারে। শিক্ষার কৌশল এমনভাবে করা উচিত যাতে আমাদের ছেলে-মেয়েরা দক্ষ জনশক্তি হিসেব গড়ে উঠার সুযোগ লাভ করে। দেশে ইংরেজি এবং অংকে শেখার সুযোগ আছে। এ দুটি বিষয়ে উপযুক্ত শিক্ষকও রয়েছে। কিন্তু যেহেতু বিষয় দুটি অন্যান্য বিষয়ের চেয়ে আয়ত্ত করা কষ্টসাধ্য সেহেতু, ছাত্ররা এ দুটি বিষয়ে অন্যান্য বিষয়ের চেয়ে পিছিয়ে রয়েছে। এজন্য শিক্ষকদের যারা দোষারোপ করে থাকেন তারা ভ্রান্ত পথে রয়েছেন। একটি কলেজে শিক্ষকদের সাথে একটি মতবিনিময় সভায় গাজীপুরের এমপি মেহের আফরোজ চুমকী বলেছিলেন যে, 'যেহেতু নিম্নস্তর থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা ইংরেজি এবং অংকে দুর্বল হয়ে আসে, সেহেতু তারা কলেজ লেভেলে এসে পরীক্ষায় ফুলাফল ভাল করতে পারে না।' কথাটি যথার্থ। এই চিন্তাটি মাথায় রেখেই আমাদেরকে ইংরেজি এবং অংকে শিক্ষারমান উন্নত করতে হবে।

❑ লেখক : প্রভাষক, জামালপুর কলেজ, গাজীপুর